43

ভোরের কাগজ

AUG. 1 1 1999
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ৪ ...

সাদত কলেজ থমথমে, পুলিশি গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে সমাবেশ

নিহত বেলালের দাফন সম্পন্ন □ সড়ক অবরোধ

কে এস রহমান শফি, টাঙ্গাইল থেকে : সরকারি সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাস গতকালও ছিল থমথমে। কিছু সংখ্যক পুলিশ ছাড়া পুরো এলাকায় কোনো ছাত্রছাত্রী কিংবা শিক্ষক ছিলেন না। ছাত্ররা ক্যাম্পাসের বাইরে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। সড়ক অবরোধ করায় ৪ ঘণ্টা যোগাযোগ বন্ধ ছিল। গুলিতে নিহত বেলাল হোসেনের লাশ গতকাল দাফন করা হয়।

গত সোমবার পরীক্ষা শেষে পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত বেলাল হোসেনের লাশ ময়নাতদন্ত শেষে গতকাল তার পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সে কলেজের ছাত্র নয়, স্থানীয় মাদ্রাসায় ৮ম শ্রেনী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। তাদের বাড়ি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে ৪০০ মিটার দূরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে। সোমবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে বাড়ির পাশে পুকুরে গোসল করতে গেলে তার পায়ে গুলি লাগে। বিকালে তার নামাজে জানাজা শেষে বাড়ির পাশে গোরস্থানে দাফন করা হয়। জানাজায় সাংসদ কাদের সিদ্দিকীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে ছাত্ররা করটিয়া বাসস্ট্যান্ডে ও বাজারে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আয়োজিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, প্রশাসনের উস্কানিতে পুলিশ সম্পূর্ণ বিনা কারণে ছাত্রদের ওপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করেছে। নেতৃবৃন্দ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের শাস্তির দাবি জানান। তারা গ্রেপ্তারকৃত ১৩ জন ছাত্রের মুক্তির দাবি করেন। সমাবেশে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হাসানুজ্জামিল শাহীন, সাধারণ সম্পাদক কাজী শফিকুর রহমান লিটন, জাতীয় ছাত্রসমাজের সালাহউদ্দিন হায়দার বক্তৃতা করেন।

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ছাত্ররা করটিয়া বাসস্ট্যান্ডের কাছে টাঙ্গাইল-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করে। এ সময় তারা বেশ কয়েকটি যানবাহন ভাঙচুর করে। বেলা আড়াইটার দিকে অবরোধ তুলে নিলে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। কলেজ ক্যাম্পাসে অধ্যক্ষসহ কোনো শিক্ষককেই গতকাল দেখা যায়নি। সোমবার রাতে কলেজের বাসে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। কলেজের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার রাতে সার্কিট হাউজে প্রশাসন, ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও অভিভাবকদের মধ্যে বৈঠক হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পরবর্তী পরীক্ষাগুলো যথারীতি কলেজেই অনুষ্ঠিত হবে। তবে গ্রেপ্তারকৃত ছাত্রদের মুক্তির ব্যাপারে কথা হলে পুলিশ সুপার তা নাকচ করে বৈঠক থেকে চলে যান।